যুগান্তর

8 FEB 2017

পাঠ্যপুস্তকে ভুল ও অসঙ্গতির পাহাড়

মোহাম্মদ সেলিম ও
মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম

NCTB প্রণীত ২০১৭ সালের সপ্তম শ্রেণীর English Grammar বইয়ে কেবল ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠার মধ্যেই ভুলের সংখ্যা ৩০-এর অধিক। আর ৯ম-১০ম শ্রেণীর English Grammar বইয়ে শুধু ১ থেকে ৪ পৃষ্ঠার মধ্যেই ভুলের সংখ্যা ৬০-এর অধিক। বিষয়টি অচিন্তনীয় নয়, অগ্রহণযোগ্যও।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন দেশের সব স্কুল-মাদ্রাসায় বই বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। জাতিকে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মহতী এ প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয় ও অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, NCTB প্রণীত সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি গ্রামার বইয়ের ১ থেকে ৫ পৃষ্ঠার মধ্যেই ভুলের সংখ্যা ৩০-এর অধিক এবং NCTB প্রণীত ৯ম-১০ম শ্রেণীর ইংরেজি গ্রামার বইয়ের ১ থেকে ৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ভুলের সংখ্যা ৬০-এর অধিক ছাড়াও এসব বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শত শত অসঙ্গতি ও গরমিল লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া NCTB প্রণীত Syllabus-এর সঙ্গে এসব গ্রামার বইয়ের অস্বাভাবিক গরমিল বা অসঙ্গতি রয়েছে। এমনকি বইয়ের প্রায় প্রতিটি Lesson খুবই অস্পষ্ট, অতি সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বিষয়ে সঠিক ও যথাযথ জ্ঞান অর্জন থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, এরকম ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও উন্নত জীবন গঠনে মারাত্মক অন্তরায়ও বটে! আমরা সমাজের অতি তুচ্ছ, নগণ্য, অনভিজ্ঞ ও কম পড়াশোনা জানা সাধারণ মানুষ। যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি এসব পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করেছেন, তারা দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী ও সম্মানিতজন। NCTB যাদের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনীত করেন, তারা উপযুক্ততা বিবেচনায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন। আমাদের মতো অনভিজ্ঞ ও কম লেখাপড়া জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব গুণীজনের সমালোচনা করা অশোভনীয়। কিন্তু ভুলকে ভুল বলা যদি অপরাধ না হয়, তাহলে জাতির স্বার্থে এ বিষয়ে আমাদের কথা বলাটাকে কর্তব্য বিবেচনা করি।

আমাদের পবিত্র লাল-সবুজ পতাকা ত্রিশ লাখ বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের কাছে পবিত্র মাতৃভূমির মাটি সবচেয়ে আপন ও প্রিয়। অন্য সবার মতো আমাদেরও দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা, প্রেম ও মমত্ববোধ রয়েছে। তাই ভুল তথ্য সন্নিবেশের বিপরীতে আমরা নিজেদের দাঁড় না করিয়ে পারলাম না। বাংলাদেশের মতো উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরল। বলা আবশ্যক, এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় আলোকপাত করার পাশাপাশি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করি। এটা সর্বজনস্বীকৃত, NCTB দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল একটি প্রতিষ্ঠান। দায়িত্বশীল এ প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে এত বড় ভুল করা মোটেই শোভনীয় নয়। নিশ্চয়ই এর নেপথ্যে বড় ধরনের কোনো রহস্য বা চক্রান্ত রয়েছে। আমাদের ধারণা, জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে মহা অপশক্তি এর পেছনে কাজ করছে। যদি আমরা জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে না চাই, তাহলে উচিত হবে— খুব দ্রুত ভুল সংশোধন করে সঠিক নিয়ম-নীতির কাঠামোয় ফিরে আসা। অন্যথায় আমাদের লাখ লাখ কোমলমতি শিক্ষার্থী ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করবে, যা হবে জাতির জন্য মহাবিপজ্জনক।

খড়িয়ালা, বাহাদুরপুর, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

শেখ আবদুল খালেক ইবনে তালেব

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষায় যদি ভুল হয়, তাহলে জাতি কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কোমলমতি কিশোর বয়সে শিক্ষার্থীরা যদি ভুল শিক্ষা পায়, তাহলে তারা ভুল ইতিহাসেই বেড়ে উঠবে। আমাদের ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ৮ম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠ্যপুস্তকের ১১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বাংলা নববর্ষ রচনাটিতে লেখা হয়েছে সম্রাট আকবর ৯৬৩ হিজরিতে বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। ৯৬৩-র স্থলে এটি ৯৬৯ হিজরি হওয়া উচিত ছিল।

আমরা যদি বঙ্গাব্দের সূচনা বিশ্লেষণ করি, তাহলে প্রথমে হিজরি সন কত দিনে হয়, তা জেনে নিতে হবে। যেমন ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ ৬২২-১৩৯৪×৩৬৫-২৪২৮ দিন গুণ করলে যা হয়, তাকে হিজরি সন দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেহেতু বাংলা সন দু'ভাবে হিসাব করে একত্রে যোগ করতে হবে, তাই—

ক. ৯৬৯ × ৩৫৪, ৩১৩৪৭৪৭৪ = ৩৪৩৩২৯.৭৫৭
খ. ৪৫৪ × ৩৬৫.২৪২৮ = ১৬৫৮২০.২৩১২

(+) = ৫১৯১৪৯. ৯৮৮২ বঙ্গাব্দ

সর্বমোট দিন = ১৩৯৪ × ৩৬৫.২৪২৮
= ৫০৯১৪৮.৪৬১২ খ্রিষ্টাব্দ = ১.৫২৭

অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড এক সৌর বৎসর হয়। আর ৩৫৪ দশমিক ৩১৩৪৭৪৭৪ দিনে হিজরি সন হয়। মূলত এ গরমিল অধিবৎসরের জটিলতার জন্য থেকে যাবে।

১৫ এপ্রিল ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর আন্তঃবিদ্রোহ দমন করে নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করা উপলক্ষে ৯৬৯ হিজরি হতে বঙ্গাব্দ উপহার দেন। তাই ৯৬৯ + ৪৫৪ = ১৪২৩ বাংলা সন অর্থাৎ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক বাংলা নববর্ষ বা বঙ্গাব্দ, যাকে ঘিরে বাঙালির যত উৎসব, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেয়ে বড় কিছু আর বাঙালির জন্য হতে পারে না, হবেও না কোনোদিন। কিন্তু স্বাধীনতার ইতিহাস সঠিকভাবে জাতির কাছে উপস্থাপন করা আমাদের কর্তব্য। কোনো সরকার যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে দায় তার ওপরই বর্তাবে।

দুঃখের বিষয়, বাংলা নববর্ষের সঠিক ইতিহাস জাতি আজও জানতে পারেনি। জ্ঞানী-গুণী হয়েও যারা ভুল ইতিহাস শিক্ষা দেয়, তাদের আর যাই হোক জ্ঞানী বলা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত যারা জ্ঞানী-গুণী হয়েও ভুল ইতিহাস শিক্ষা দেয়, তাদের জ্ঞানপাপী বলাটাই উপযুক্ত বলে মনে হয়। মানুষের ভুল হয় এবং হতেই পারে। তবে বারবার ভুল ধরিয়ে দেয়া সত্ত্বেও জাতিকে সেই একই ভুল শিক্ষা অমার্জনীয় অপরাধ। বড় আশা করেছিলাম, নতুন বই বিতরণের সময় পুরনো ভুলগুলো সংশোধন করা হবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। বড় ব্যথা পাচ্ছি। এমন ব্যথা পাকিস্তানিরাও দিতে পারেনি। ১৯৬৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত বন্দিশিবিরে ওরা ব্যথা দিয়েছিল শরীরে। আর এখন পাচ্ছি স্বাধীন বাংলাদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের হাতে।

ভাষ্য অনুযায়ী
২০১৭-১৫৫৬ = ৪৬১ × ৩৬৫.২৪২২১০৬৫
= ১৬৮৩৭৬.৬৫৯১১ দিন
১৪৩৮-৯৬৩ = ৪৭৫ × ৩৫৪.৩১২৯০৩০২
= ১৬৮২৯৮.৬২৮৯৩ দিন
বঙ্গাব্দ ও খ্রিষ্টাব্দ/হিজরি হিসাবে পার্থক্য
= ৭৮.০৩০১৮ দিন

উপরোক্ত হিসাব কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারে না। একমাত্র পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষই এ হিসাব মেনে নেবে। পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ইতিহাস সন্নিবেশিত হবে, এটাই কাম্য। সম্রাট আকবর ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ এপ্রিল ৯৬৯ হিজরির ৮ রবিউল আউয়ালকে ১ বৈশাখ ধরে তার সিংহাসন আরোহণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ওইদিন থেকে বাংলা সাল গণনা শুরু করেন, যা এখন বঙ্গাব্দ ধরা হয়।

প্রদত্ত তারিখের গাণিতিক হিসাব—
(২০১৭-১৫৬২) খ্রি. = ৪৫৫ বছর
৪৫৫ × ৩৬৫.২৪২২২১০৬৫ দিন
= ১৬৬১৮৫.২০৫৮৫
(১৪৩৮-৯৬৯) হিজরি = ৪৬৮ চন্দ্র বছর
= ৪৬৯×৩৫৪.৩১২৩৭৫৩২ দিন
= ১৬,৬১৭২.৭৫১৫২ দিন

খ্রিষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ সনের সঙ্গে হিজরি সনের সময়ের পার্থক্য ১২.৪৫৪৩৩ দিন।

উপরোক্ত হিসাব সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। তাই সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করছি, দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দিতে যত দ্রুত সম্ভব এ ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

কোনড়া, কাগরপুর, টাঙ্গাইল